যায়যায়দিন

যায়যায়দিন

তারিখ 26 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : আহত ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসি ও প্রো-ভিসিকে শুভেচ্ছা জানানোকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে সাধারণ সম্পাদক ও বহিরাগতসহ ছয়জন আহত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

অজ্ঞাতপরিচয় আহত একজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন। আহতরা হলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ হোসেন, রাজীব, রিমন, ইমরান, ফরিদ ও অজ্ঞাতপরিচয় একজন।

এদিকে গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম ও প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মো. আলাউদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গতকাল সকাল পৌনে ১১টায় চবি শহীদ মিনার ও বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর প্রশাসনিক ভবনে নিজ কার্যালয়ে আসেন ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম ও প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মো. আলাউদ্দিন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তারা।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় ভিসিকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি দল। এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন বহিরাগত এবং নব্য ছাত্রলীগে যোগ দেয়া কর্মীদের দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এরশাদ হোসেনের সঙ্গে থাকা ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা।

ভিসি অফিস থেকে বের হয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাজতত্ত্ব মাস্টার্সের ছাত্র ও ছাত্রলীগের নেতা দাবিদার মো. ইমরানকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ হোসেনকেও অপমান করে তারা। ইমরান হোসেনকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা শুনে জোবরা গ্রাম থেকে ২০-২৫ জন বহিরাগত প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে ছাত্রলীগের সদস্য রাজীব ও রিমনকে মারধর শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করা ছাত্রলীগের কয়েকশ' কর্মী ইমরানসহ জোবরা গ্রামের বহিরাগতদের ওপর ইট ও লোহার রড নিয়ে হামলা করে। এতে ইমরান ও জোবরা গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী ফরিদ গুরুতর আহত হয়। কিছুক্ষণ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর পুলিশ ও শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এরপরই সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ঝুপড়ির সামনে লোহার রড, ইট ও বাঁশ নিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় স্থানীয় জোবরা গ্রামের একজনকে গুরুতর আহত করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তিকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। দুপুর সাড়ে ১২টায় জোবরা গ্রামের প্রায় ৩০০ লোক দা, বটি, কাস্তে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নাম্বার গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। এ ঘটনায় জোবরা গ্রামের বাসিন্দা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।